৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

লেকচার: ০৯

আধুনিক যুগ-২: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা সাহিত্যে পঞ্চ পাণ্ডব (১. অমিয় চক্রবর্তী ২. বুদ্ধদেব বসু ৩. জীবনানন্দ দাশ ৪. বিষ্ণু দে ৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত), জীবনানন্দ দাস।

পত্র লিখনের নিয়মাবলি।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং বিশ্বের প্রথম শ্রেণির কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি একই সঙ্গে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, অভিনেতা, নাট্যপ্রযোজক, চিত্রশিল্পী ও দার্শনিক ছিলেন। আদর্শবাদী ও মানবতাবাদী এই মহাপুরুষ মানবকল্যাণ ও সুন্দরের অন্বেষায় আজীবন সাধনা করে গেছেন।

জন্ম : ৭ মে ১৮৬১ (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮) কলকাতার জোড়াসাঁকোর সম্ভ্রান্ত ঠাকুর পরিবারে।

পিতা ও মাতা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবী।

জন্মক্রম : বাবা-মা'র চতুর্দশতম সন্তান এবং অষ্টম পুত্র।

শিক্ষা : বিভিন্ন শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে স্বগৃহে প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি। এরপর কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়লেও কোথাও মন বসেনি। শেষ পর্যন্ত আবার বাড়িতেই পড়াশোনার ব্যবস্থা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭৮ সালে মেজভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রথমে ইংল্যান্ডে গমন করেন। সেখানে কিছুদিন ব্রাইটনে এবং পরে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে মাস তিনেক ইংরেজি সাহিত্য পাঠ করেন। কিন্তু দেড় বছর পর পিতার নির্দেশে শিক্ষা অসম্পন্ন রেখে স্বদেশে ফিরে আসেন (১৮৮০)। দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ড যাত্রা করেন ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে (১৮৮১)। কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত করেননি।

লেখালেখির সূচনা: আট বছর বয়সে কবিতা রচনার সূত্রপাত। তেরো বছর বয়সে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ‘অমৃতবাজার’ নামে একটি দ্বিভাষিক পত্রিকায় (১৮৭৪)। কবিতাটির নাম ‘হিন্দুমেলার উপহার’।

শান্তিনিকেতনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৮ সালে একটি আশ্রম ও ১৮৯১ সালে একটি ‘ব্রহ্মমন্দির’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯০১ সালে আশ্রমের আম্রকুঞ্জ উদ্যানে একটি গ্রন্থাগার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’ বা ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ নামে একটি পরীক্ষামূলক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যা ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

আমার পছন্দ: উত্তরণ

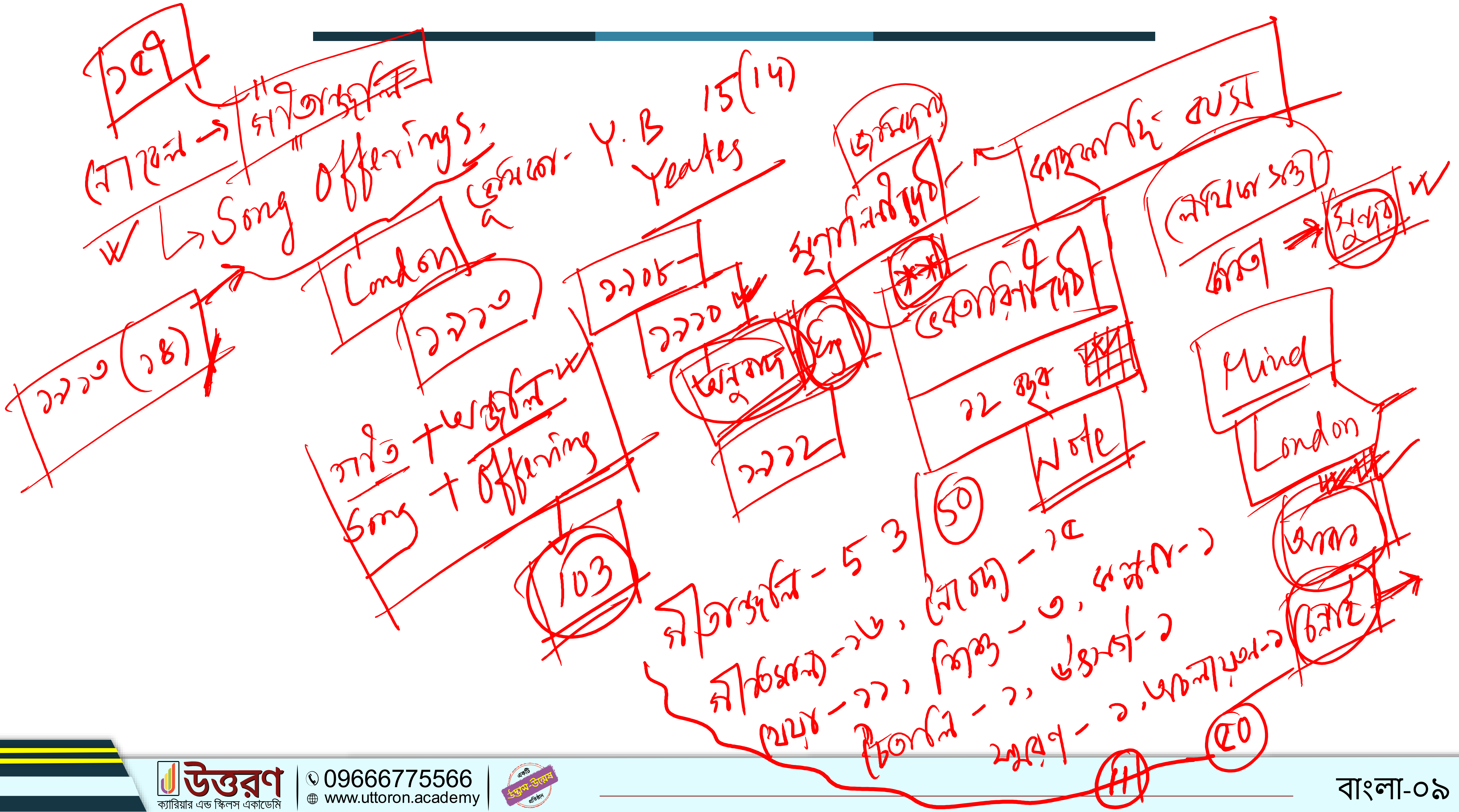
১৯১৩ (১৪)
নোবেল
গীতাঞ্জলি
Song Offerings
London
Y. B Yeats
১৯১২
১৯০৮
১৯১০
অনুবাদ
103
Song + Offering
Mind
London
50
মোট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ এক নজরে রবীন্দ্র সাহিত্য

➢ কাব্য	– ৫৬টি
➢ উপন্যাস	– ১২ টি
➢ নাটক	– ২৯ টি
➢ কাব্যনাট্য	– ১৯ টি
➢ ছোটগল্প	– ১১৯ টি
➢ গীতিপুস্তক	– ০৪ টি (মোটগান – ২২৩২ টি)
➢ ভ্রমণকাহিনী	- ০৯ টি
➢ চিঠিপত্রের বই	– ১৩ টি

❖ এছাড়া আত্মজীবনী ও প্রবন্ধ সাহিত্য রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
✓ কবি-কাহিনী (১৮৭৮)	✓ মানসী (১৮৯০)	✓ খেয়া (১৯০৬)	✓ গীতবিতান (১৯৩১)
✓ বনফুল (১৮৮০)	✓ সোনার তরী (১৮৯৪)	✓ গীতাঞ্জলি (১৯১০)	✓ পুনশ্চ (১৯৩২)
✓ প্রভাত সংগীত (১৮৮৩)	✓ চিত্রা (১৮৯৬)	✓ উৎসর্গ (১৯১৪)	✓ জন্মদিনে (১৯৪১)
✓ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪)	✓ ক্ষণিকা (১৯০০)	✓ বলাকা (১৯১৬)	✓ শেষ লেখা (১৯৪১)
✓ কড়ি ও কোমল (১৮৮৬)	✓ নৈবেদ্য (১৯০১)	✓ পূরবী (১৯২৫)	

উপন্যাস			
মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস	রাজনৈতিক উপন্যাস	মিস্টিক ও রোমান্টিক জাতীয় উপন্যাস	ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস
✓ চোখের বালি (১৯০৩)	✓ গোরা (১৯১০)	✓ চতুরঙ্গ (১৯১৫)	✓ বউ ঠাকুরানীর হাট (১৮৮৩)
✓ নৌকাডুবি (১৯০৬)	✓ ঘরে বাইরে (১৯১৫)	✓ শেষের কবিতা (১৯২৯)	✓ রাজর্ষি (১৮৮৭)
✓ যোগাযোগ (১৯২৯)	✓ চার অধ্যায় (১৯৩৪)	✓ মালঞ্চ (১৯৩৪)	✓ দুই বোন (১৯৩৪)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গল্প					
প্রেমের গল্প		সামাজিক গল্প		অতি প্রাকৃত গল্প	প্রকৃতি ও মানবসম্পর্কিত গল্প
▪ শেষকথা	▪ মধ্যবর্তিনী	▪ ছুটি	▪ দেনা-পাওনা	▪ ক্ষুধিত পাষাণ	▪ শুভা
▪ সমাপ্তি	▪ প্রায়শ্চিত্ত	▪ হৈমন্তী	▪ পণরক্ষা	▪ কঙ্কাল	▪ অতিথি
▪ নষ্টনীড়	▪ ল্যাবরেটরি	▪ পোস্টমাস্টার	▪ কর্মফল	▪ নিশীথে	▪ আপদ
▪ শেষের রাত্রি	▪ একরাত্রি	▪ কাবুলিওয়ালা	▪ খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	▪ জীবিত ও মৃত	
▪ মাল্যদান	▪ দৃষ্টিদান	▪ ব্যবধান	▪ মেঘ ও রৌদ্র	▪ মণিহারা	
▪ পাত্র ও পাত্রী	▪ চতুরঙ্গ	▪ দিদি		▪ গুপ্তধন	

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাটক					
রূপক ও সাংকেতিক নাটক	কাব্যনাট্য	প্রহসন/ কৌতুক নাটক	নৃত্যনাট্য	গীতিনাট্য	সামাজিক নাটক
মুক্তধারা	বিসর্জন	বৈকুণ্ঠের খাতা	নটীর পূজা	বাল্মীকি প্রতিভা	শোধ বোধ
ফাল্গুনী	রুদ্রচণ্ড	চিরকুমার সভা	চণ্ডালিকা	বসন্ত	বাঁশরী
রক্তকরবী	প্রকৃতির প্রতিশোধ	হাস্য কৌতুক	চিত্রাঙ্গদা	মায়ার খেলা	
ডাকঘর	মালিনী	ব্যঙ্গ কৌতুক	শ্যামা	কালমৃগয়া	
কালের যাত্রা	রাজা ও রাণী	গোড়ায় গলদ	পরিশোধ		
অচলায়তন	বিদায় অভিশাপ				
তাসের দেশ	নরকবাস				
প্রায়শ্চিত্ত	লক্ষ্মীর পরীক্ষা				
রাজা					

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবন্ধ

রাজনৈতিক		সাহিত্য বিষয়ক	শিক্ষা বিষয়ক	ভ্রমণকাহিনি বিষয়ক
কালান্তর	স্বদেশ	প্রাচীন সাহিত্য	শিক্ষা	য়ুরোপ
সভ্যতার সংকট	বিশ্বপরিচয়	লোকসাহিত্য	শিক্ষার হেরফের	প্রবাসীর পত্র
রাজাপ্রজা	ইতিহাস	আধুনিক সাহিত্য	বিশ্বভারতী	জাপান যাত্রী
আত্মশক্তি	সমবায় নীতি	সাহিত্য	আশ্রমের রূপ ও বিকাশ	রাশিয়ার চিঠি
ভারতবর্ষ		সাহিত্যের পথে	ব্রহ্মচর্যাশ্রম	জাভা যাত্রীর পত্র
		সাহিত্যের স্বরূপ		

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক		আত্মজীবনী		ভাষাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ	
ধর্ম	মানুষের ধর্ম	জীবনস্মৃতি	ছিন্নপত্রাবলী	শব্দতত্ত্ব	বাংলা ভাষা
শান্তিনিকেতন	সঞ্চয়	ছেলেবেলা	ছিন্নপত্র	ছন্দ	পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ কাব্যগ্রন্থ

মানসী

রবীন্দ্রনাথের ১ম স্বার্থক কাব্যগ্রন্থ হলো মানসী। এটি তাঁর ২য় পর্বের ১ম কাব্যগ্রন্থ। এখানে বৃহৎ প্রকৃতির প্রভাব কবির আবেগ ও অনুভূতি দ্বারা ক্রিয়াশীল। এইসব আবেগ অনুভূতি বিশ্বকবির অন্তরে প্রবেশ করে তার অন্তরের ভাব ও রূপে রূপায়িত হয়ে কাব্যে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। অসীম বিশ্ব তাঁর কবিচিত্ত মুগ্ধ করেছে। কবির মানস প্রিয়ার নিকট প্রেম নিবেদনের বিচিত্র লীলাই মানসীর প্রধান বিষয়বস্তু। এই কাব্যে মোট ৬৬টি কবিতা রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- উপহার, ভুলে, আত্মসমর্পণ, নিষ্ফল কামনা, আকাঙ্ক্ষা, দুরন্ত আশা, কুহুধ্বনি, নিস্ফল প্রয়াস, নারীর উক্তি, অপেক্ষা, সুরদাসের প্রার্থনা, ভৈরবীর গান, মেঘদূত, অহল্যার প্রতি, ব্যক্ত প্রেম, গুপ্ত প্রেম ইত্যাদি।

সঞ্চয়িতা

রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি অমর কবিতার সংকলন হলো সঞ্চয়িতা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ কাব্যের সংকলনের কাজ করেন। এই কাব্যে সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা। কবিতাগুলো কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত। বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ হতে কবিতাগুলো সংকলিত হয়েছে। এই কাব্যের অন্তর্গত কবিতাগুলো হলো- ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি, সোনার তরী, মানসী, কড়ি ও কোমল, বিদায় অভিশাপ, চিত্রা, চৈতালি এবং আরও বিভিন্ন কাব্যের কবিতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

➢ গীতাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথ রচিত অন্যতম একটি কাব্যগ্রন্থ হলো ‘গীতাঞ্জলি’। এই কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ ‘Song Offerings’। এটি ইংরেজি ভাষায় গদ্যে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংকলনগ্রন্থ। ১৯১২ সালের শেষ দিকে লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক ১ম ‘Song Offerings’ প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালের ১০ নভেম্বর গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এ স্বীকৃতির ফলে রবীন্দ্র কবিপ্রতিভা বিশ্ব স্বীকৃতি অর্জন করে। ‘Song Offerings’ গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন খ্যাতনামা আইরিশ কবি ডব্লিউ বি ইয়েটস্ (উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি/Song Offerings গ্রন্থটি তাঁকেই উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলির সবকটি কবিতা/গানগুলোর অনুবাদ করেননি। উক্ত গ্রন্থটির অনুবাদ কর্মের সঙ্গে আরো আছেন ব্রাদার্স জেমস এবং ব্রিটিশ কবি ও অনুবাদক জো উইন্টার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ অনুবাদে স্বাধীনভাবে কাজ করেছেন। গীতাঞ্জলি/Song Offerings-এ ১৫৭ টি কবিতা/গান স্থান পেয়েছে। কাব্যটি কবির পরিণত জীবন সঙ্গীতের পবিত্র মাল্য। কাব্যটিতে কবি ঈশ্বরের কাছে নানাভাবে নানামূর্তিতে নিবেদন প্রকাশ করেছেন।

➢ সোনার তরী

রবীন্দ্র ভাবনার নতুন মাত্রা পেয়েছে ‘সোনার তরী’ কাব্যে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা এ কাব্যের কবিতাগুলো পদ্মা পাড়ের শিলাইদহে উপস্থিতকালে রচিত। তাই এই কাব্যে পূর্ব বাংলার নৈসর্গিক চেতনা বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কাব্যে আধ্যাত্মিকতা থাকলেও ‘সোনার তরী’ পর্বে এসে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যোগ হয় জীবন ভাবনা ও নৈসর্গিক চেতনা। এই কাব্যে মোট তেতাল্লিশটি কবিতা রয়েছে। প্রতিটি কবিতায় কবি কোনো এক নিরুদ্দেশের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাই ‘সোনার তরী’ কে মহাকালের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কবির ভাষায় ‘যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী’। অর্থাৎ মানব জীবনের সকল কিছু একদিন যে মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে, সেই সত্তাকে ধারণ করা হলো সোনার তরীর রূপকে ধারণ করা। তিনি অভিমত প্রদান করেন যে, পৃথিবী কেবল মানুষের সৃষ্টি কর্মকে গ্রহণ করে, ব্যক্তিকে নয়। তাই তিনি উচ্চারণ করেন—

“ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই
ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।”

মহাকাল কেবল মানুষের কৃতকর্মকেই গ্রহণ করে তাঁকে নয়, এই চরম দার্শনিক সত্তার পরিচয় কবি তুলে ধরেছেন তাঁর ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ উপন্যাস

➢ বৌ-ঠাকুরাণীর হাট

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাস হলো ‘বৌ-ঠাকুরাণীর হাট’। এটি ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৮১-৮২ সালে ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়। এটি একটি ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিদি সৌদামিনী দেবীকে ‘বৌ-ঠাকুরাণীর হাট’ উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য রায় ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজা, যার কাছে রাজকর্তব্য সকল সম্পর্কের ঊর্ধ্বে আর সারদা রঞ্জন ছিলেন উদার মনের মানুষ। এ নিয়ে দু’জনের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব পড়ে বিভার সংসারে। এই কাহিনিকে উপজীব্য করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ‘বৌ-ঠাকুরাণীর হাট’ নামক উপন্যাস।

➢ চোখের বালি

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হলো চোখের বালি। ধারণা করা হয় এটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯০১-০২ সালে ধারাবাহিকভাবে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ‘বিনোদিনী’ নামে প্রকাশিত হয়। বই আকারে ‘চোখের বালি’ নামে প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। মূলত সমাজ ও যুগযুগান্তরাগত সংস্কারের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের বিরোধকে উপজীব্য করে এই উপন্যাসটি রচিত হয়। এর অন্যতম চরিত্র হলো- মহেন্দ্র, আশালতা, বিহারী, বিনোদিনী, রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

➢ গোরা

রবীন্দ্রনাথের বারোটি উপন্যাসের মধ্যে সর্ববৃহৎ, দ্বন্দ্বমূলক ও জটিল উপন্যাস হলো ‘গোরা’। এটি একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উপন্যাস। এটি ১৮৮০-এর দশকে ব্রিটিশ রাজত্বকালের কলকাতার পটভূমিতে হিন্দু ধর্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পুরোভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটি রচনা করেন। উপন্যাসটি প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণদয়ালের পুত্র গৌরিমোহন ওরফে গোরা। কৃষ্ণদয়াল প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষী। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তার মন পরিবর্তন হয়। তিনি একজন গোড়া হিন্দু হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণদয়ালের স্ত্রী আনন্দময়ী। আনন্দময়ী নিঃসন্তান ছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় কৃষ্ণদয়াল ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের রক্ষা করেন। তার বাড়িতে আশ্রয়প্রাপ্ত এক আইরিশ নারী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেই মারা যান। নিঃসন্তান আনন্দময়ী ঐ সন্তানকে আপন করে নেয়। তার নাম রাখে গোরা। গোরাও কৃষ্ণদয়ালের প্রথম জীবনের মতো হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে উঠতে শুরু করলে কৃষ্ণদয়াল তাকে প্রকৃত হিন্দুত্ব শেখানোর জন্য শিক্ষক নিয়োগ করেন। ধীরে ধীরে গোরার মন পরিবর্তন হয় এবং একসময় গোরা কৃষ্ণদয়ালের চেয়েও রক্ষণশীল হিন্দু হয়ে ওঠে। গোরার অতি রক্ষণশীলতা কৃষ্ণদয়াল ও আনন্দময়ীকে চিন্তিত করে তোলে। গোরার বাল্যবন্ধু বিনয়। সেও গোরার অতি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে পারে না। একসময় গোরা তার চার বন্ধুসহ গ্রাম দর্শনে বের হয়। সেখানে গোরা নিম্নবর্গের হিন্দুদের ওপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে। এছাড়া সে দেখতে পায় হিন্দু নাপিতের ঘরে মুসলমান শিশু প্রতিপালনের চিত্র। গ্রামে ইংরেজ পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় গোরার জেল হয়। একসময় কৃষ্ণদয়াল প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পরলে সে গোরাকে তার পিতৃপরিচয়ের কথা জানায়। নিজ পরিচয় জানার পর গোরার সমস্ত অহংকার চূর্ণ হয়ে যায় এবং তার সুবোধ জাগ্রত হয়। নবচেতনায় উদ্ভাসিত গোরার সাথে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কারও আর বিরোধ থাকে না। সে হয়ে ওঠে একজন ভারতবর্ষীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

➢ ঘরে বাইরে

স্বদেশি আন্দোলনকে উপজীব্য করে চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস হলো ঘরে বাইরে। এটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। এটি ১৯১৫ সালে সবুজপত্র পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিকায় একদিকে জাতিপ্রেম ও সংকীর্ণ স্বদেশিকতার সমালোচনা অন্যদিকে সমাজ ও প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিশেষত পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ উপন্যাসে। একদিকে বাইরে উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তেজনা অন্যদিকে তিনটি মানুষের জীবনের টানাপোড়েন- রাজনীতি ও ব্যক্তিগত জীবনের দ্বন্দ্ব এই দুইয়ে মিলে এ উপন্যাস। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র- নিখিলেশ, বিমলা, সন্দীপ প্রমুখ। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিমলা। তাঁর স্বামী নিখিলেশ এলাকার জমিদার। নিখিলেশ ছিলেন আধুনিক মনের মানুষ, তাই স্ত্রীকে পরিধান করিয়েছেন আধুনিক পোশাক এবং তাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ছিলেন বদ্ধ পরিকর। তিনি বিমলাকে ভিতরের জগৎ থেকে বাইরের জগতে এনে পরিচয় করিয়ে দিতে চান তবে তিনি স্থির, গম্ভীর ও সাদামাটা ভাবে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন। নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ স্বদেশি আন্দোলনের নেতা। তাঁর কথার মাধুর্য অল্প সময়েই যেকোনো মানুষের মন জয় করে নিতে পারত। চারদিকে যখন স্বদেশি আন্দোলন তুঙ্গে তখন হঠাৎ করে নিখিলেশের বাড়িতে হাজির হন তার পুরনো বন্ধু সন্দ্বীপ। দুই বন্ধু দুই আলাদা চেতনায় বিশ্বাসী। নিখিলেশ প্রগতিশীল, সন্দীপ প্রতিক্রিয়াশীল।

সন্দীপের নিখিলেশের বাড়িতে আসার কারণও ছিল গ্রামে স্বদেশি আন্দোলনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। তার চরিত্রে কৃতঘ্নতারও চিহ্ন পাওয়া যায়। সন্দীপের বাড়িতে আসার পর স্বামী বাদে প্রথম কোনো পরপুরুষের সঙ্গ পায় বিমলা। সে সন্দ্বীপের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। সন্দ্বীপ সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিমলার কাছ থেকে ছয় হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় আন্দোলনের দোহাই দিয়ে। পরে গ্রামে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়ে সে পালিয়ে যায়। সে অবস্থায় বিমলার সন্দ্বীপের প্রতি দুর্বলতার ভ্রম কাটে। সে তার আন্দোলনের ফাঁকে ধূর্ততা টের পেয়ে যায়। ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে যায়। দাঙ্গা থামাতে গিয়ে নিখিলেশকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়।

➢ শেষের কবিতা

এটি রবীন্দ্রনাথ রচিত রোমান্টিক কাব্য-উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯২৭-১৯২৮ সাল অবধি প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সালে 'Farewell, My Friend' শিরোনামে ইংরেজি অনুবাদ বের হয়। এই উপন্যাসে ১৬টি কবিতা এবং ৩৯৪টি কাব্যচরণ ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলার নবশিক্ষিত অভিজাত সমাজের জীবনকথা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র- অমিত রায়, কেতকী, শোভনলাল, লাবণ্য, অবনীশদত্ত প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ ছোট গল্প

➢ পোস্টমাস্টার

এটি ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবি গল্পটি শাহজাদপুর কুঠিবাড়ির পোস্ট অফিসের একটি ঘটনা অবলম্বনে শিলাইদহে বসে লেখেন। এই গল্পের চরিত্র ২টি- পোস্টমাস্টার এবং রতন। গ্রামের নতুন পোস্ট অফিসে কলকাতার একজন পোস্টমাস্টার হিসেবে আসেন। পিতৃমাতৃহীন রতন নামের অনাথ বালিকা পোস্টমাস্টারের কাজকর্ম করার দায়িত্ব পায়। ধীরে ধীরে রতনের সাথে পোস্টমাস্টারের সখ্যতা গড়ে ওঠে। পোস্টমাস্টারের বদলির আদেশ এলে রতন তাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে প্রত্যাখাত হয়। পোস্টমাস্টার চলে যাবার সময় একবার ফেরত গিয়ে রতনকে নিয়ে আসতে চাইলেও পরক্ষণেই তার উপলব্ধি জন্মে- যা এ গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ একটি অমোঘ সত্য উচ্চারণ করে বলেন, “জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী? পৃথিবীতে কে কাহার?”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

➢ হৈমন্তী

রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য একটি রচনা হলো ‘হৈমন্তী’। গল্পটি সাধুরীতিতে এবং উত্তমপুরুষের বর্ণনায় লেখা। গল্পকথক অপু গল্পের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হৈমন্তী। হৈমন্তীর আরেক নাম শিশির। তাকে ঘিরেই গল্পের প্লট নির্মিত। গল্পে ওই সমাজের এমন কিছু দুষ্টু ক্ষত চিহ্নিত করা হয়েছে, যার অন্যায় অনুশীলনের নির্মম শিকার হৈমন্তী।

বাঙালি হিন্দু সমাজে যখন এগারো এরপরই মেয়েদের বিবাহের বয়স পার হয়ে গেছে বলে ধরা হয়, তখন সতের বছরের হৈমন্তীকে সমাজ বুড়ি খেতাবই দিয়ে ফেলেছে। তবুও কন্যার বাবা ভালো পাত্রের সন্ধানে সবুর করতে চাইলেন। কিন্তু বরের বাবা সবুর করতে চাইলেন না। সম্পদের লোভে ও বড় অঙ্কের পণ নিয়ে এক সময়ে রাজার ভৃত্য বড়লোক বাপের একমাত্র কন্যা হাত ছাড়া করতে চাইলেন না। মেয়ের বাপের সম্পদের লোভে পুত্রবধূর অধিক বয়স মেনে নিলেও সমাজ তা মেনে নেয়নি। সত্যবাদী হৈমন্তী সবার সামনে শাশুড়ির কথার বিরুদ্ধে নিজের আসল বয়স বলে দিলে সমস্যার শুরু হয়। তবুও একসময় কন্যার বাপের সমস্ত ধনদৌলত পাওয়ার কথা মাথায় রেখে সমস্যা বাড়লো না। যখন সংবাদ আসলো, কন্যার বাপের বিশাল ধনভান্ডারের কাহিনি ভুয়া তখন থেকেই হৈমন্তী শুলে চড়লো। সবাই মিলে তার জীবন নরক বানিয়ে ছাড়লো। যখন হৈমন্তীর বাবা গৌরীশঙ্কর তাকে নিতে আসে, অপুর পরিবার বিবাহের আগের সকল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাকে যেতে দেয় না এবং উল্টো হুংকার ছুড়ে। শেষ পর্যন্ত হৈমন্তীকে নিয়ে তার বাবা চিরদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও স্বামী হয়ে অপু কিছুই করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

➤ **ছুটি**

রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী ছোটগল্পের মধ্যে অন্যতম ছুটি। এই গল্প ‘ফটিক’ নামের এক বালককে ঘিরে। ফটিক ১২ বছরের এক দুরন্ত গ্রাম্যবালক। একদিন কলকাতা থেকে তার মামা বিশ্বম্ভরবাবু গ্রামে এসে ভাগ্নের অবস্থা দেখে তাকে শহরে ভালো স্কুলে পড়ানোর জন্য নিজের কাছে নিয়ে আসে। কলকাতায় এসে সে বুঝতে পারল তার মামি তাকে গ্রহণ করেনি। মামাতো ভাই-বোনেরা তাকে এড়িয়ে চলে। কেউ তার সাথে মিশতে চায় না। বই না থাকায় স্কুলে মার খেলে একদিন মামিকে বই কিনে দেওয়ার কথা বলে। মামির কটাক্ষে সে খুব কষ্ট পায়। ফটিক জ্বরে আক্রান্ত হলে মামিকে জ্বালাতন করতে চায়নি। গাঁ পোড়া জ্বর নিয়ে কাউকে না বলে বাড়ির উদ্দেশ্যে পালিয়ে যায়। মামা অনেক খোঁজাখুজি করে না পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। গ্রাম থেকে তার মা আসে। ফটিককে খুঁজে পাওয়া যায়। ততদিনে জ্বর আরও বেড়ে অবস্থা আরো খারাপ হলে সে মায়ের কোলে মাথা রেখে বলে ‘ মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।’ এর পরপরই ফটিকের করুণ মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ নাটক

➢ চিত্রাঙ্গদা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা। ১৯৩৬ সালে কলকাতায় অভিনয়ের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত। এই নৃত্যনাট্যটির সঙ্গে ১৮৯২ সালে রচিত চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু ও তত্ত্ব এক ও অভিন্ন। মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা উপাখ্যান নিয়ে কিছু রূপান্তরসহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন কাব্যনাটকটি। মণিপুর রাজকুলে যখন পুত্র সন্তান না হয়ে কন্যা সন্তান চিত্রাঙ্গদার জন্ম হলো রাজা তাকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা, শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতিবিদ্যাও। আর এর ফলে চিত্রাঙ্গদা পুরুষের সবল মানসিকতা নিয়েই বেড়ে উঠতে থাকলেও তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন যখন বার বছরের জন্যে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের সময় ভ্রমণ করতে করতে এলেন মণিপুররাজ্যে তখন চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের প্রেমে অনুরক্ত হলেও বাহ্যিক সৌন্দর্যের অভাবে অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে অগ্রাহ্য করেন। এতে অপমানিত হয়ে চিত্রাঙ্গদা প্রেমের দেবতা মদন এবং যৌবনের দেবতা বসন্তের কাছে প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে রুক্ষ চিত্রাঙ্গদা হয়ে উঠেন অসামান্যা সুন্দরী এবং যথারীতি অর্জুন তার ব্রত ভেঙ্গে সুন্দরী চিত্রাঙ্গদার প্রেমে পড়েন। কিন্তু ক্রমশ চিত্রাঙ্গদার মধ্যে দ্বৈত স্বত্ত্বার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এজন্যে যে অর্জুন তাকে বাহ্যিক রূপের কারণে ভালোবাসে যেখানে চিত্রাঙ্গদার প্রকৃত অস্তিত্ব অবহেলিত। এর মধ্যে মণিপুর রাজ্যের বিপদের আভাসে একসময় অর্জুন নারীর মমতায় প্রজা বৎসল, সাহসে শক্তিতে পুরুষের মতো সবল চিত্রাঙ্গদার কথা লোকমুখে জানতে পারে। একজন পুরুষ মনে একজন রমণীয় সবল নারীকে দেখার উদ্‌গ্রীব বাসনায় অর্জুন প্রকাশ করে তার আগ্রহ। চিত্রাঙ্গদাও নিজেকে অর্জুনের কাছে প্রকাশ করে। পরিশেষে এ উপলব্ধি হয় যে, বাহ্যিক রূপের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান মানুষের চারিত্রিক শক্তি এবং এতেই প্রকৃতপক্ষে আত্মার স্থায়ী পরিচয় হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ প্রবন্ধ

➢ কালান্তর

প্রবন্ধ সংকলন 'কালান্তর' রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনা। প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ (ইংরেজি ১৯৩৭ অব্দ)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি; দীর্ঘ তেইশ বছরের রবীন্দ্রচিন্তার বিচিত্র বীজশস্য সঞ্চিত রয়েছে এখানে। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ। রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতির নিরিখে ব্যাখ্যার প্রয়াস দেখিয়েছেন তিনি এই গ্রন্থে। তবে সব প্রসঙ্গকে অতিক্রম করে তার রাজনৈতিক চিন্তা ও ভাবধারাই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। সমালোচক শিশিরকুমার দাশের মতে, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতের সামগ্রিক বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। কালের বিবর্তন ভারতবর্ষ ও বিশ্বের জনজীবনে যে পরিবর্তনগুলো নিয়ে এসেছিল, রবীন্দ্রনাথ তার সংবেদনশীল মানসিকতায়, ধীশক্তিতে এখানে সেটি প্রত্যক্ষ করেছেন, শানিয়ে নিয়েছেন আপন চিন্তালোক। এই গ্রন্থে মোট ২৫টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। সেগুলো হলো– কালান্তর, বিবেচনা ও অবিবেচনা, লোকহিত, লড়াইয়ের মূল, ছোটো ও বড়ো, বাতায়নিকের পত্র, শক্তিপূজা, সত্যের আহ্বান, সমস্যা, সমাধান, শূদ্রধর্ম, বৃহত্তর ভারত, হিন্দু-মুসলমান, নারী, কর্মযজ্ঞ, স্বাধিকারপ্রমত্ত, চরকা, স্বরাজসাধন, রায়তের কথা, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', হিজলি ও চট্টগ্রাম, নবযুগ, প্রচলিত দণ্ডনীতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

➢ সভ্যতার সংকট

মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে নিজের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ রচনা করেন, তার নাম দিয়েছিলেন সভ্যতার সংকট। জন্মোৎসবে সেটি পাঠ করে শোনান ক্ষিতিমোহন সেন। মানব জাতির ইতিহাসে এই সভ্যতার সংকটে তিনি স্বভাবতই বিচলিত ও ক্রুদ্ধ। এই প্রবন্ধ যখন লিখছেন তখন শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যে ইউরোপ এর জ্ঞান বিজ্ঞান একদিন সমগ্র মানব জাতিকে পথ দেখাবে বলে ভাবা হয়েছিল, সেই ইউরোপ আজ সমস্ত পৃথিবীর বুকে ডেকে এনেছে ধ্বংসের তাণ্ডব। নিজেদের ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নখদন্ত বের করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে একে অপরের বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষ সরাসরি এ বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে না পড়লেও, ভারতবর্ষের উপরে যে এই সাম্রাজ্যবাদী লালসার ছায়া সবচেয়ে বেশি মাত্রায় পড়েছে তা যুগস্রষ্টা কবির পক্ষে বোঝা অসম্ভব হয়নি। দীর্ঘ দুশো বছর ধরে ভারতবর্ষ ইংরেজদের দ্বারা পদানত। অথচ ইংরেজরা এই অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী পরিচয়টুকুই সব ছিল না। এই প্রবন্ধে তিনি আরো দেখিয়েছেন, রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে মুসলমান-অমুসলমানে কোনো বিরোধ ঘটে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো:

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারি দেখার জন্য অনেকবার বাংলাদেশে এসেছেন এবং অবস্থান করেছেন। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো হলো-

- **দক্ষিণডিহি:** রবীন্দ্রনাথের মা সারদাসুন্দরী দেবীর জন্ম খুলনার দক্ষিণডিহি গ্রামে। এছাড়া তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীও এই গ্রামের মেয়ে।
- **শিলাইদহ:** শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ খুব বড় একটি সময় অতিবাহিত করেছেন। শিলাইদহ কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার একটি গ্রাম। ১৮৮৯ সালে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে আসেন। এখানের কুঠিবাড়িতে বসেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ- সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি প্রভৃতি রচনা করেন।
- **শাহজাদপুর:** সিরাজগঞ্জ জেলার একটি থানা হলো শাহজাদপুর। ১৮৯০ সালে জমিদারি পরিদর্শনের কাজে তিনি শাহজাদপুরে আসেন।
- **পতিসর:** নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার একটি গ্রামের নাম পতিসর। রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার পতিসরে আসেন ১৮৯১ সালে। শেষবার পতিসর পরিদর্শন করেন ১৯৩৭ সালে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কবি লেখক:

- ✓ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:** তিনি ছিলেন অগ্রণী বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- ✓ **স্বর্ণকুমারী দেবী:** একজন বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতকার ও সমাজ সংস্কারক। তিনিই ছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য মহিলা সাহিত্যিক।
- ✓ **প্রমথ চৌধুরী:** বাংলা সাহিত্যের চলিত রীতির প্রবর্তক হিসেবে প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইঝি জামাতা।
- ✓ **ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী:** ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সঙ্গীতশিল্পী, লেখক ও অনুবাদক। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম বি.এ পাশ করেন। ইন্দিরা দেবী'র সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন অনুবাদক।

এছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অবন ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর

বাংলা সাহিত্যের পঞ্চ-পাণ্ডব

জীবনানন্দ দাশ

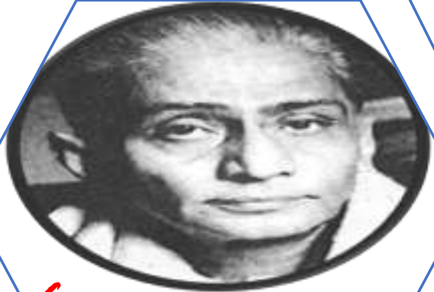

বিষ্ণু দে

অমিয় চক্রবর্তী

বাংলা সাহিত্যের পঞ্চ-পাণ্ডব

বুদ্ধদেব বসু

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বাংলা সাহিত্যের পঞ্চ-পাণ্ডব

➲ পঞ্চপাণ্ডব ধারণাটি এসেছে মহাভারত থেকে। মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডুর পাঁচপুত্রকে একত্রে পঞ্চপাণ্ডব বলে। ত্রিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র ভাবধারা বৃত্তের বাইরে একদল কবি কাব্য রচনা করে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। তাঁদেরকে বাংলা কবিতার পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়। তাঁরা হলেন অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বাংলা সাহিত্যের বিগত শতাব্দী রবীন্দ্রযুগ হিসেবে পরিচিত। তখন লেখকেরা সাহিত্য রচনার সময় রবীন্দ্রধারা অনুসরণ করতো। তখন পাঁচজন উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব হয় যারা একই সময়ে সাহিত্য রচনা শুরু করেন এবং তাঁরা রবীন্দ্র ভাবধারার অনুসারী না হয়ে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কাব্য রচনা করে যা তাঁদেরকে অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে উপস্থাপন করেছে। বাংলা সাহিত্যে তাঁদের স্বকীয় অবদানের জন্য তাঁদেরকে একত্রে পঞ্চপাণ্ডব বলে।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

- জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালে ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশালের ধানসিঁড়ি নদীর তীরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর মাতা কবি কুসুম কুমারী দাশ।
- তাঁকে বলা হয় রূপসী বাংলার কবি, ধূসরতার কবি, নির্জনতার কবি, তিমির হননের কবি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতনতার কবি, বিপন্ন মানবতার নীলকণ্ঠ কবি, পরাবাস্তববাদী কবি, প্রকৃতির কবি।
- রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে 'চিত্ররূপময় কবিতা' বলেছেন।
- আব্দুল মান্নান সৈয়দ কবিকে – 'শুদ্ধতম কবি' এবং বুদ্ধদেব বসু 'নির্জনতম কবি' বলেছেন।
- তাঁর ছদ্মনাম 'শ্রীং', 'কালপুরুষ' এবং পারিবারিক পদবী 'দাশগুপ্ত'।
- তিনি দৈনিক 'স্বরাজ' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন।
- ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

❑ সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ		উপন্যাস		প্রবন্ধ
✓ ঝরা পালক (১৯২৮) ✓ ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬) ✓ সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮) ✓ বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)	✓ রূপসী বাংলা (১৯৫৭) ✓ মহাপৃথিবী (১৯৪৪) ✓ বনলতা সেন (১৯৪২) ✓ শ্রেষ্ঠ কবিতা	✓ মাল্যবান (১৯৭৩) ✓ জলপাইহাটি ✓ বাসমতীর উপাখ্যান ✓ সফলতা-নিষ্ফলতা	✓ সতীর্থ (১৯৭৪) ✓ কল্যাণী (১৯৯৯) ✓ নিরুপম যাত্রা ✓ বিভা	✓ কবিতার কথা (১৯৫৫) ✓ কেন লিখি

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

❑ বনলতা সেন

আলোচ্য এ কবিতাটি একজন হাজার বছর ধরে ভ্রমণ করা ক্লান্তিকর পথিকের স্বগতোক্তির উল্লেখ রয়েছে। কবি এখানে হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে ফিরছেন। যার যাত্রাপথ সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। যার উপস্থিতি বিস্মৃত অশোকের জগতে যার স্মৃতি আজ বিস্মৃত প্রায়। এর থেকে আরও প্রাচীন ও দূরবর্তী বিদর্ভ-নগরে ও যার উপস্থিতির কথা জানাচ্ছেন স্বীয় বাক্যে। এই পরিব্যাপ্ত ভ্রমণ পথিকের মধ্যে দিয়েছে অসম্ভব ক্লান্তি। কবি তার ক্লান্তির গভীরতা ও মাত্রা অবগাহন করতে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে তৃতীয় শতকের পরাকান্ত রাজা বিম্বিসার ও অশোকের জগৎ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ কবি ভ্রমণকালে সেই জগতেও অবস্থান করেছেন। আরও উল্লেখ করেছেন সেই দূরবর্তী কালের শহর বিদর্ভ নগর যা আজ কালের অন্ধকারে ঢাকা আর এই শহরের মাঝে কবি অবস্থান করেছেন। আর পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, পথিকের যেন দেখা মিলল বনলতা সেনের। বনলতা সেনের সৌন্দর্যের তুলনা দিয়ে কবি বলে উঠল 'চুল তার কবে কার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'। বনলতার চুল, মুখাবয়ব এর বর্ণনা দেন শ্রাবস্তীর কারুকার্য।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

উপমার চিত্রায়ণের মাধ্যমে কবি তার ভাষায় পাখির নীড়ের ন্যায় চোখ বিশিষ্ট বনলতা সেনের রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। জাহাজের হাল ভাঙা নাবিকের কাছে, পথ বিভ্রান্ত নাবিকের কাছে দারুচিনি দ্বীপের মাঝে সবুজ ঘাসের দেশ দেখতে পাওয়া যায়। **যেমন:** নাবিকের কাছে চরম আনন্দের ও ক্লান্তি দূরের উচ্ছ্বাস তেমনি হাজার বছরের ভ্রমণকারীর ক্লান্ত হৃদয়ের ও চোখের আনন্দোচ্ছল অনুভূতি ব্যক্ত হয় বনলতা সেনের দর্শনের ক্লান্ত পথিকের শেষোক্তির মাধ্যমে।

“সমস্তদিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে, ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল
সব পাখি ঘরে আসে সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখী বসিবার বনলতা সেন।”

কবি তার সমস্ত পথ পাড়ি দেওয়া শেষে অবসন্ন হৃদয়ে, পরিশ্রান্ত দেহে ও ক্লান্ত পথিকের ন্যায় তার সমস্ত কাজ শেষ করে আজ তার গল্প বলার, শোনার প্রিয়া বনলতা সেন। ঠিক যেন কবি উল্লেখ করছেন চিলের ডানার রৌদ্রগন্ধ মুছে ফেলে ঘরে ফেরা ও সব পাখির ঘরে ফেরার সাথে তুলনা।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

❑ কবিতার কথা

মূলত কবি হলেও সাহিত্যের অধ্যাপক কবি জীবনানন্দ দাশ জীবৎকালে কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন। এগুলো প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

'কবিতার কথা' বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান বাঙালি কবি জীবনানন্দ দাশের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ যা তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতার কথা গ্রন্থের প্রবন্ধাবলি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা' কবিতা সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধগ্রন্থ। মোট পনেরোটি প্রবন্ধ আছে বইটিতে। প্রবন্ধগুলো কবিতা সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। শুধু কবিতা লেখা নয়, তিনি সমালোচনার ব্যাপারেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রতিটি লেখাতেই এসেছে কবিতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা, আর এতেই বোঝা যায় যে, তিনি কবিতা বিষয়টি নিয়ে কতটা ভাবতেন। 'কবিতার কথা' শিরোনামীয় প্রবন্ধের প্রথম বাক্যাংশ "সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি" বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি প্রবচন।

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬)

- ➢ অমিয় চক্রবর্তী ১৯০১ সালে ১০ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলির শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন।
- ➢ ১৯২৬ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

❑ **সাহিত্যকর্ম**

কাব্যগ্রন্থ					
কবিতাবলী (১৯২৫)	উপহার (১৯২৭)	খসড়া (১৯৩৮)	এক মুঠো (১৯৩৯)	মাটির দেয়াল (১৯৪২)	হারানো অর্কিড
পারাপার (১৯৫৩)	অভিজ্ঞান বসন্ত	দূরবাণী	পালাবদল (১৯৫৫)	ঘরে ফেরার দিন (১৯৬৪)	পুষ্পিত ইমেজ

গদ্য রচনা				
চলো যাই (১৯৬১)	সাম্প্রতিক (১৯৬৩)	পুরবাসী	পথ অন্তহীন	অমিয় চক্রবর্তীর প্রবন্ধ সংগ্রহ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)

- ✓ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০১ সালে ৩০ অক্টোবর কলকাতার হাতিবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে আধুনিক কবিতার প্রধান প্রবক্তা, বাংলা কবিতায় 'ধ্রুপদী রীতির প্রবর্তক' বলা হয়।
- ✓ তিনি 'ক্লাসিক কবি' হিসেবে পরিচিত।
- ✓ তাঁর ছদ্মনাম 'বিশ্বকর্মা'।

❑ সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ					
✓ অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫)	✓ দশমী (১৯৫৬)	✓ তন্বী (১৯৩০)	✓ উত্তর ফাল্গুনী (১৯৪০)	✓ ক্রন্দসী (১৯৩৭)	✓ সংবর্ত (১৯৫৩)

প্রবন্ধ গ্রন্থ		অনুবাদগ্রন্থ
✓ স্বগত (১৯৩৮)	✓ কুলায় ও কালপুরুষ (১৯৫৭)	✓ প্রতিধ্বনি (১৯৫৪)

বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)

➢ তিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম এলিয়টের কাব্যের অনুবাদ করেন।

➢ তিনি 'কল্লোল', 'পরিচয়', 'নিরুক্ত' ও 'সাহিত্য পত্র' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন।

মার্কসবাদী কবি

❑ সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
✓ উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩৩)	✓ উত্তরে থাকো মৌন (১৯৭৭)	✓ পূর্বলেখ (১৯৪১)	✓ সাত ভাই চম্পা (১৯৪৪)
✓ সন্দ্বীপের চর (১৯৪৭)	✓ তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮)	✓ আলেখ্য (১৯৫৮)	✓ অন্বিষ্টা (১৯৫০)
✓ স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ (১৯৬৩)	✓ চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর (১৯৭৫)	✓ চোরাবালি (১৯৩৭)	✓ আমার হৃদয়ে বাঁচো (১৯৮১)

প্রবন্ধ		
✓ রুচি ও প্রগতি	✓ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ	✓ রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতা সমস্যা
✓ সাধারণের রুচি	✓ এলোমেলো জীবন ও শিল্প সাহিত্য	✓ মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা

অনুবাদ			স্মৃতিচারণমূলক
• এলিয়েটের কবিতা (১৯৫০)	• মাও সে তুং-এর কবিতা (১৯৫৮)	• হে বিদেশী ফুল (১৯৫৬)	• ছড়ানো এই জীবন

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

- ✓ রবীন্দ্রনাথের পর তাঁকে 'সব্যসাচী লেখক' বলা হয়। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের পঞ্চপাণ্ডবের একজন।
- ✓ তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা- কবিতা (১৯৩৫), প্রগতি ও চতুরঙ্গ।

❑ সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				
✓ সাড়া (১৯৩০)	✓ বাসরঘর (১৯৩৫)	✓ তিথিডোর (১৯৪৯)	✓ রুকমি (১৯৭২)	✓ গোলাপ কেন কালো (১৯৬৮)
✓ সানন্দা (১৯৩৩)	✓ পরিক্রমা (১৯৩৮)	✓ নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১)	✓ বিপন্ন বিস্ময় (১৯৬৯)	✓ পাতাল থেকে আলাপ (১৯৬৭)
✓ লাল মেঘ (১৯৩৪)	✓ কালো হাওয়া (১৯৪২)	✓ মৌলিনাথ (১৯৫২)	✓ রাত ভ'রে বৃষ্টি (১৯৬৭)	✓ নীলাঞ্জনের খাতা (১৯৬০)

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

কবিতা

✓ মর্মবাণী (১৯২৫)	✓ বন্দীর বন্দনা (১৯৩০)	✓ পৃথিবীর পথে (১৯৩৩)	✓ স্বাগত বিদায় (১৯৭১)	✓ একদিন চিরদিন (১৯৭১)
✓ কঙ্কাবতী (১৯৩৭)	✓ দময়ন্তী (১৯৪৩)	✓ দ্রৌপদীর শাড়ি (১৯৪৮)	✓ মরচেপড়া পেরেকের গান (১৯৬৬)	

গল্প

✓ রজনী হ'ল উতলা (১৯২৬)	✓ অভিনয় নয় (১৯৩০)	✓ রেখাচিত্র (১৯৩১)	✓ হাওয়া বদল (১৯৪৩)
✓ একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু (১৯৬০)	✓ ভাসো আমার ভেলা (১৯৬৩)	✓ প্রেমপত্র (১৯৭২)	✓ অভিনয়

নাটক

✓ মায়ামালঞ্চ (১৯৪৪)	✓ তপস্বী ও তরঙ্গিনী (১৯৬৬)	✓ অনুরাধা	✓ কালসন্ধ্যা
✓ সংক্রান্তি	✓ প্রায়শ্চিত্ত	✓ কলকাতা ইলেক্ট্রা ও সত্যসিন্ধ (১৯৬৮)	

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

অনুবাদ গ্রন্থ		স্মৃতিকথা
✓ কালিদাসের মেঘদূত (১৯৫৭)	✓ বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা (১৯৬০)	✓ আমার ছেলেবেলা (১৯৭৩)
✓ হেল্ডালিনের কবিতা (১৯৫৭)	✓ রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা (১৯৭০)	✓ আমার যৌবন (১৯৭৬)

ভ্রমণকাহিনি		সম্পাদিত গ্রন্থ	ইংরেজি গ্রন্থ
✓ জাপান জার্নাল (১৯৬২)	✓ দেশান্তর (১৯৬৬)	✓ আধুনিক বাংলা কবিতা	• An acre of Green Grass
✓ সব পেয়েছির দেশে (১৯৪১)			• Tagore: Portrait of poet

পত্র লিখন

➲ **পত্রের প্রকারভেদ:** পত্রের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক বিচারে পত্রকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা –

১. ব্যক্তিগত পত্র

২. ব্যবহারিক পত্র বা বৈষয়িক পত্র।

➲ ব্যাপকভাবে পত্রকে ৭ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা –

১. ব্যক্তিগত পত্র;	৫. বাণিজ্যিক পত্র;
২. আবেদন পত্র;	৬. নিমন্ত্রণপত্র বা সামাজিক পত্র;
৩. সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র;	৭. স্মারকলিপি বা অভিযোগ পত্র।
৪. মানপত্র বা অভিনন্দন পত্র;	

পত্র লিখন

❑ **আনুষ্ঠানিক পত্রঃ** আনুষ্ঠানিক পত্রকে **তিন** ভাগে ভাগ করা হয়:

i. চাকরির আবেদন

ii. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্র/প্রতিবেদন

iii. কোন সমস্যা সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষের বরাবরে লিখিত আবেদনপত্র

পত্র লিখন

- **পত্রের অংশ:** সাধারণত পত্রের দুটি অংশ থাকে। যথা:

- **শিরোনাম:** এটি খামের ওপরে লিখতে হয়। এ অংশে পত্র-প্রাপকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখতে হয়। ঠিকানা পূর্ণ ও স্পষ্ট না হলে চিঠিপত্র 'ডেড লেটার' বলে চিহ্নিত হয়।

- **পত্রগর্ভ বা অন্তর্ভাগ:** চিঠির মূল অংশ অর্থাৎ যে অংশে বক্তব্য লেখা হয়, তাকে পত্রগর্ভ বা অন্তর্ভাগ বলে। ভাষাভঙ্গির দিক থেকে পত্রের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য-
  - ✓ প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতা;
  - ✓ সহজবোধ্যতা ও স্পষ্টতা ও
  - ✓ বিনয় ও অকপট প্রকাশভঙ্গি।

পত্র লিখন

এছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত:

- ✓ পত্রের ভাষা হবে যথাসম্ভব সহজ ও সরল।
- ✓ যথাসম্ভব সংক্ষেপ করে পত্রের বিষয় লিখতে হবে।
- ✓ অনেকগুলো বিষয় একটি চিঠিতে না লেখাই বাঞ্ছনীয়।
- ✓ একাধিক বিষয় থাকলে একটির সঙ্গে অন্যটির সংগতি রাখতে হবে এবং বিষয়গুলোকে পরম্পরা অনুযায়ী সাজাতে হবে।
- ✓ বাক্য যেন অযথা দীর্ঘ না হয়; সরল বাক্যের প্রয়োগে বিষয়বস্তু সহজে প্রকাশ লাভ করে।
- ✓ এক কথার পুনরুক্তি পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন, এতে পত্রের বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য বাড়ে।
- ✓ অযথা কঠিন শব্দের প্রয়োগ ক্লান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়।
- ✓ বানান ভুল ও বাক্যগঠনে অশুদ্ধি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।
- ✓ অযথা বিনয় প্রকাশেও পত্রের গাম্ভীর্য ব্যাহত হয়।

পত্র লিখন

- ✓ আবেগ ও উচ্ছ্বাস অবশ্যই বর্জনীয়। ব্যক্তিগত পত্রে কিছুটা আবেগ ও উচ্ছ্বাসের স্থান থাকলেও তা মাত্রাতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়।
- ✓ পত্রের প্রতিটি বিষয় পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে (Paragraph) উল্লেখ করা ভালো।
- ✓ অনুচ্ছেদগুলোতে যতি প্রকরণ (Punctuation marks) যেন ঠিকভাবে থাকে।
- ✓ পত্র রচনার সব ক'টি রীতি যেন মেনে চলা হয়। অর্থাৎ পত্রের ভিতরের ও বাইরের অংশ যেন ঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়।
- ✓ সমগ্র পত্রটি যেন এমনভাবে লেখা হয়, যাতে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অক্ষর, ভাষা প্রভৃতি অস্পষ্ট থাকলে পত্রপ্রাপকের পক্ষে অর্থ
- ✓ উপলব্ধি করা অনেক সময় অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়।
- ✓ সমগ্র পত্রটি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যেন তা পরিচ্ছন্ন, মার্জিত ও সুদৃশ্য হয়।
- ✓ ব্যক্তিগত পত্র রচনায় কিছুটা স্বাধীনতা আছে; অন্য শ্রেণির পত্র রচনায় বক্তব্য বিষয় প্রকাশের স্বাধীনতা কম। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর যাতে সার্থক পত্র রচনা করা যায়, সে জন্য বিভিন্ন শ্রেণির পত্রের সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী অংশে। এছাড়া বিভিন্ন আঙ্গিকের পত্র রচনার নমুনা দেওয়া হয়েছে; এগুলোর দ্বারা পরীক্ষার্থীরা বিভিন্ন শ্রেণির পত্র রচনা সম্পর্কে বুঝতে পারবেন।

পত্র লিখন

❑ ব্যক্তিগতপত্র

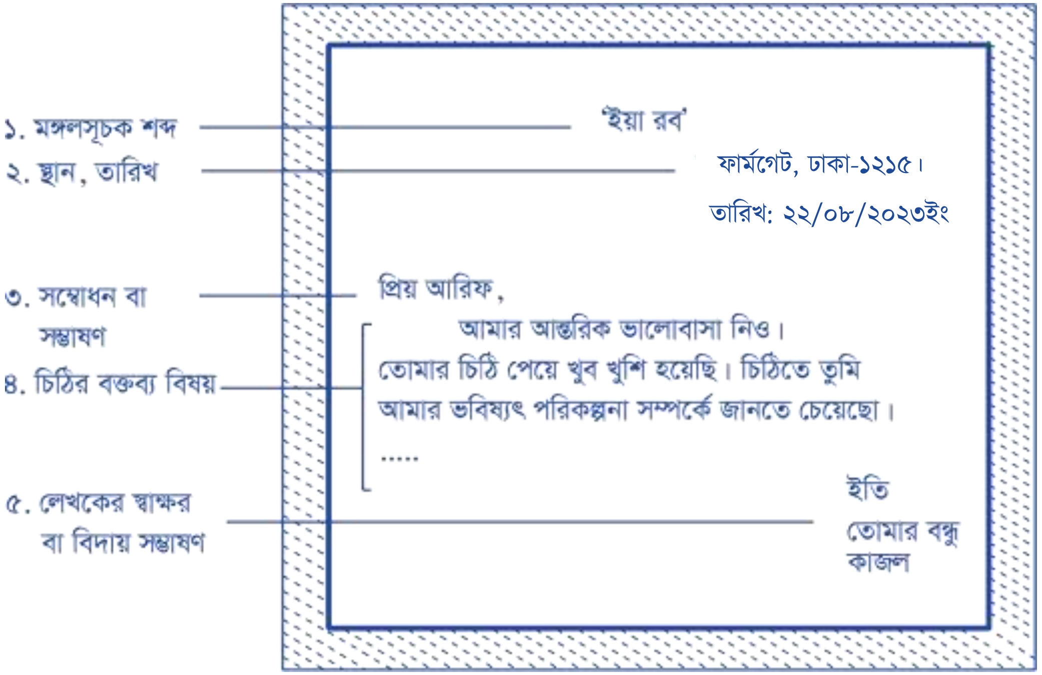

পত্র লিখন

বিদেশে প্রেরিত চিঠির ঠিকানা ইংরেজিতে লিখতে হবে।

➤ **বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ব্যাখ্যা করে এর ইতিবাচকতা প্রসঙ্গে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।** [৪৪তম বিসিএস]

Mirpur, 11
Mirpur, Dhaka
Bangladesh.
Date: 23 August, 2023

প্রিয় রুবেল,
আমার প্রীতি ও ভালোবাসা নিও। আজ প্রায় দুই বছর হতে চলল তুমি যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেছ। তবে আমি তোমার অভাব বোধ করি। তুমি আমার কাছে বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলে। আজ আমি তোমাকে আমাদের দেশের ছাত্ররাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে বলতে চাই। আশা করি তুমি অজানা অনেক কিছু জানতে পারবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করা এবং তাদের স্বার্থের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে জানানো এবং প্রয়োজনে চাপ প্রয়োগ করাকে ছাত্ররাজনীতি বলে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে ছাত্র রাজনীতির সংজ্ঞা হচ্ছে, 'ছাত্রদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা তোলা, এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করানো এবং সেই এজেন্ডার পক্ষে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে পরিচালিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ছাত্র রাজনীতি বলা যায়। সংজ্ঞাটি বৈশ্বিক। বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির সংজ্ঞা একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এখানে ছাত্ররাজনীতি শুধুই ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ নিয়ে কাজ করে না।

পত্র লিখন

এখানে ছাত্ররাজনীতির পরিধি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গণ্ডি পেরিয়ে দেশময় ছড়িয়ে আপামর জনতার কাছে পৌঁছে গেছে। এখানকার ছাত্ররাজনীতি প্রেক্ষাপট ভিন্ন। এখানে ছাত্ররাজনীতির ইতিহাস ভিন্ন। এখানে ছাত্ররা দেশ স্বাধীন করে ফেলেছে।

এখানে ছাত্ররা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করে। এখানে ছাত্ররা অপশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এখানে ছাত্ররা শোষিতের পাশে ছায়া হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। রয়েছে অনেক ঐতিহাসিক অর্জন। সেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ১৯৯০ সালের স্বৈরাচারী এরশাদবিরোধী আন্দোলন, ২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে আন্দোলন, ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনসহ সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমাদের দেশে ছাত্র রাজনীতির যেসব অর্জন আছে, তা বিশ্বের আর কোনো দেশে নেই। এই জায়গাগুলোতেই মূলত আমাদের ছাত্ররাজনীতি অনন্য।

তাই ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা এ দেশে দিনদিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এ দেশের জনসংখ্যা বেশি। দেশের মানুষের মধ্যে এখনো ১০% এর উপরে চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। মানুষের মধ্যে এখনো রাজনৈতিক জ্ঞান পুরোপুরি প্রসারিত হয়নি। এখানে সুষ্ঠু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাব, এখানে এখনো নেতাদের মধ্যে ক্ষুদ্রস্বার্থের প্রভাব অনেক, এ দেশের অনেক মানুষ এখনো অনেকাংশে নিরক্ষর, এইসব বিষয় বিবেচনা করেই এ দেশে ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা অনেক। ছাত্ররাজনীতি নেতৃত্ব গুণ তৈরি করে, ছাত্ররাজনীতি সাধারণ মানুষের চাওয়া পাওয়াকে কাছে থেকে দেখতে সাহায্য করে, ছাত্ররাজনীতি বৃহৎস্বার্থের মূল্য শেখায়, ছাত্ররাজনীতি শোষকের হাত থেকে শোষিতদের বাঁচানোর তাগিদ দেয়, ছাত্ররাজনীতি অধিকার সচেতনতা শেখায়, ছাত্ররাজনীতি দেশের প্রকৃত চাহিদার ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দেয়, ছাত্ররাজনীতি নেতাদের মধ্যে নৈতিকতা তৈরি করে। ছাত্ররাজনীতি বৈশ্বিক রাজনীতির সাথে সামঞ্জস্য করে সুষ্ঠু রাজনীতি করা শেখায়। তাই ছাত্ররাজনীতিকে উপেক্ষা করার উপায় নেই।

পত্র লিখন

তবে বর্তমান সময়ে ছাত্ররাজনীতির মধ্যে যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলোকে অবশ্যই শক্ত হস্তে মূলোৎপাটন করতে হবে। ছাত্ররাজনীতি জৌলুস ধরে রাখতে হবে। এ দেশে ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা এখনো অনেক। আগামী দিনের ছাত্ররাজনীতি হবে আরও সমৃদ্ধ এবং অমিত সম্ভাবনার।

আজ আর লিখছি না। তুমি ভালো থেকো। তোমার বাবা-মাকে আমার সালাম দিও। তোমার সব খবর জানিয়ে আমাকে লিখো। তোমার জন্য অসীম ভালোবাসা রইল।

ইতি
তোমারই প্রিয় বন্ধু
নিলয় আহমেদ

BY AIR MAIL | Stamp

From,	To,
Niloy Ahmed	Md. Rubel Ahmed
Mirpur, 11	34/3, Modern Square
Mirpur, Dhaka	New York,
Bangladesh	USA.

➢ পদ্মা সেতু বিষয়ে এক বিদেশি বন্ধুকে ব্যক্তিগত অনুভূতিসূচক একটি চিঠি লিখুন। [৪৩তম বিসিএস]

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম"

কবি জসীম উদ্‌দীন হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২৩ আগষ্ট, ২০২৩

প্রিয় আব্দুল্লাহ,

আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা নিও। আশা করি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। অনেক দিন হলো তোমাকে পত্র লেখা হয় না। আজ তোমাকে জীবনের এক চমৎকার অভিজ্ঞতা এবং অন্যরকম অনুভূতির কথা জানাবো। আমরা বন্ধুরা মিলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এক বিরাট মাইলফলক পদ্মা সেতু দেখতে গিয়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতার ও অন্যরকম এক অনুভূতি বর্ণনার সাথে সাথে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেব যা তোমাকে পদ্মা সেতু দেখার জন্য অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি মনে করি।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ২৫ জুলাই রাত ১০টায় আমরা ৪ জন টিএসসি থেকে একটি গাড়ি ভাড়া করে পদ্মা সেতুর উদ্দেশ্যে রওনা দিই। হানিফ ফ্লাইওভার এবং মাওয়া এক্সপ্রেস হাইওয়ে হয়ে আমরা পৌঁছে যাই স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে এবং অবশেষে আমরা নিজ চোখে পদ্মা সেতুর মনোরম সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। উল্লেখ্য, সেতুটি ২০২২ সালের ২৫ জুন উদ্বোধন করা হয়। ঐ দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে মাওয়া প্রান্ত দিয়ে টোল প্রদান করে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে পদ্মা সেতুতে আরোহণ করেন এবং পরের দিন থেকে সেতুটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। পরের দিন অর্থাৎ ২৬ জুন সকাল কাকডাকা ভোরে শীতল বাতাস বইছে। ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেস হাইওয়ে ধরে ছুটে চলা মোটরবাইক, প্রাইভেটকার, জিপ, বাস, ট্রাক, কাভার্ডভ্যান থামছে মাওয়া প্রান্তে এবং ক্রমেই বাড়ছে যানবাহন সংখ্যা। কিছু সংখ্যক বাস, ট্রাকে চলছে পদ্মা জয়ের গান আর এই গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠেছে তরুণ-তরুণীরা। খরস্রোতা পদ্মার বুক চিরে আড়মোড়া দিয়ে উঁকি দেয় সূর্য। আকাশে সাদা-কালো মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা। অবশেষে ভোর ৬টা, খুলে দেওয়া হলো পদ্মা সেতু। স্বপ্নের সেতুতে ঘুরলো যানবাহনের চাকা।

পত্র লিখন

প্রমত্তা পদ্মার বুকে দাঁড়িয়ে থাকা সেতুর উপর দিয়ে চলছে সারি সারি যানবাহন তাতে উচ্ছ্বাসিত চালক ও যাত্রীরা। অনেকেই বলছেন সেতুতে ওঠার জন্য টোল পরিশোধ করে মনে হলো যেন টোল নয়, বরং আনন্দ কিনছি এবং দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ করছি। সত্যিই এ যেন অন্যরকম অনুভূতি। শুধু আমি কিংবা পদ্মার ওপারের মানুষই নয় বরং সমস্ত বাংলাদেশিদের যে আনন্দ তা কোনোদিনও টাকা পয়সা দিয়ে কেনা যাবে না। আর লিখে পাণ্ডুলিপি করে ফেললেও অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা সম্ভব না। কয়েক বছর পূর্বেও পদ্মা সেতু স্বপ্ন মনে হতো। এখন মনে হয় এ সত্যিতো? হ্যাঁ, সত্যিই। পদ্মা সেতু এখন সত্যি, এটি এখন বাস্তব। দুঃস্বপ্নের দীর্ঘ দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির সেতু। এই সেতু আমাদের, বাংলাদেশের। দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে। সত্যি বলতে কি, এটা তো স্রেফ ইট-সিমেন্টের সেতু নয়, এই দেশের মানুষের কাছে এটা অনেক আবেগ অনুভূতির প্রতিশব্দ।

প্রমত্তা পদ্মার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পদ্মা বহুমুখী সেতু বাংলাদেশের দীর্ঘতম সেতু। কোনো বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত সর্ববৃহৎ প্রকল্প এই পদ্মা সেতু। পদ্মা সেতু নির্মাণে মোট খরচ করা হয় ৩০ হাজার ১৯৩ দশমিক ৩৯ কোটি টাকা। অর্থ বিভাগের সাথে সেতু বিভাগের চুক্তি অনুযায়ী, সেতুবিভাগকে ২৯ হাজার ৮৯৩ কোটি টাকা ঋণ দেয় সরকার। ১ শতাংশ সুদ হারে সেতু কর্তৃপক্ষ আগামী ৩৫ বছরের মধ্যে সেটি পরিশোধ করবে। সেতুটির উপরের স্তরে রয়েছে চার লেনের সড়ক পথ এবং নিচের স্তরে একটি রেলপথ।
পদ্মা বহুমুখী সেতুর মাওয়া-জাজিরা পয়েন্ট দিয়ে নির্দিষ্ট পথের মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার সাথে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার সরাসরি সংযোগ তৈরি হয়। পদ্মা সেতু দক্ষিণাঞ্চলের সাথে গোটা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন সহজ করেছে তেমন দক্ষিণাঞ্চলে নতুন শিল্প, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান তৈরির সম্ভাবনাও তৈরি করেছে। সরকারের এক সম্ভাব্য জরিপে দেখা গেছে যে, পদ্মা সেতুর ফলে দেশের জিডিপি ১ দশমিক ২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ১ শতাংশ বেড়ে জাতীয় আয়ে যোগ হবে। জাতীয় অর্থনীতির সাথে দক্ষিণ বাংলার অর্থনীতি যুক্ত হয়েছে। এই সেতু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পুরো বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। পুরো দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে পদ্মা সেতু হবে একটি নতুন মাইলফলক।

পত্র লিখন

আমরা সেদিন পদ্মা সেতুর এপার হতে ওপারে ভাঙ্গা পর্যন্ত ঘুরার পর মাওয়া ঘাটে ইলিশ খেয়ে আবার ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছি। তুমি পরবর্তীতে যখন এদেশে আসবে, তখন সম্ভব হলে পদ্ম সেতু একনজর দেখতে এসো, আশা করি ভালো লাগবে।
আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। তুমি এবং তোমার মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা ও শুভাকামনা রইলো। তোমার পত্রের অপেক্ষায় রইলাম। ভালো থেকো।

ইতি
তোমার বন্ধু
আহ্মাদ হুজাইফা

BY AIR MAIL

Stamp

From,
Ahmad Huzaifa
129, Kabi Jasimuddin hall
Dhaka University
Dhaka, Bangladesh.

To,
Abdullah
1846, Sherbrooke Street
Motreal, Quebec
Canada.

পত্র লিখন

➢ জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে আপনার বন্ধুর নিকট একটি চিঠি লিখুন।

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

বারিধারা, ঢাকা
২৪ আগষ্ট, ২০২৩

প্রিয় ইসমাইল,
আমার অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। আশা করি ভালো আছো। গত চিঠিতে তুমি সদ্যপালিত স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে জানতে চেয়েছো। আজ তোমাকে জাতীয় জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ দিনটি সম্পর্কে লিখবো।

স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমাদের জাতীয় জীবনে অপরিসীম। আমাদের জাতীয় দিবস হিসেবে যতগুলো দিন রয়েছে, স্বাধীনতা দিবস তার মধ্যে অন্যতম। এ দিনটি শুধু ঐতিহাসিক তাৎপর্যেই অসাধারণ নয়, নবীন জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার শপথে দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করার দিন হিসেবেও অনন্য। দেশ স্বাধীন করার প্রত্যয়ে দৃঢ়চিত্ত বাঙালি জাতির ইতহাসে এ দিনটি একটি মইলফলক। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির ওপর প্রায় দুই যুগব্যাপী যে নিপীড়ন ও শোষণ সৃষ্টি করেছিল, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামে বাঙালি একত্র হয়েছিল এই দিনে। স্বাধীনতা দিবস অর্থাৎ ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা অকস্মাৎ সৃষ্ট কোনো আবেগময় ঘোষণা নয়। এর পেছনে রয়েছে বাঙালির আত্মত্যাগ, আত্মবিসর্জন ও আন্দোলন-সংগ্রামের সুদীর্ঘ রক্তাক্ত পথ। এই অমসৃণ পথ পাড়ি দিয়ে এই দিনে বাঙালি জাতি আরেক রক্তাক্ত পথে চলতে শুরু করল। অতঃপর দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধ, সংগ্রাম, লাঞ্ছনা ও চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা লাভ করি কাঙ্ক্ষিত বিজয়। হাতে পাই লাল-সুবজের মিশ্রণে তৈরি একটি পতাকা, একটি গর্বিত স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূখণ্ড। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান-এ রকম অগণিত আন্দোলন-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে বাঙালি জাতি যে প্রত্যাশা লালন করে অগ্রসর হয়েছিল, তারপর একাত্তরের রক্তাক্ত মার্চের অসহযোগ আন্দোলন পেরিয়ে ২৬ মার্চে সেই প্রত্যাশা, সেই স্বপ্ন পরিণত হয়েছিল মহান স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায়। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ও নির্দেশে সমগ্র বাঙালি জাতি স্বাধীনতার জন্য মানসিক ও বাস্তবিক প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে।

পত্র লিখন

২৬ মার্চ আসে সেই সুযোগ, স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা এবং বাঙালিদের সশস্ত্র প্রতিরোধ। তাই এ দিন আমাদের জাতীয় জীবনের এক মহালগ্ন। ২৬ মার্চের স্বাধীনতার দৃপ্ত ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেদিন নিপীড়িত ও বঞ্চিত বাঙালি জনগণের শোষণমুক্তির প্রত্যাশা অর্জন করেছিল এক নতুন দিকনির্দেশনা, নতুন মাত্রা। সে দিন স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহামনের ডাকে সমগ্র জাতি এক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামে। তাই এদেশের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা দিবস সবচেয়ে গৌরবময় ও পবিত্রতম দিন। ১৯৭২ সাল থেকেই এ দেশে স্বাধীনতা দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর ২৬ মার্চ বাংলাদেশের একটি বিশেষ দিন। এ দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মূল্যায়ন করে চিত্রশিল্পে, সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে, কবিতায়, নিবন্ধ বা গণমাধ্যমসহ নানা মাধ্যমেই যেন গুরুত্বের সাথে ফুটিয়ে তুলেছে। তা ছাড়াও দেশের প্রতিটি উপজেলায় স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজসহ আলোচনা অনুষ্ঠান, মতবিনিময় সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশের প্রধান সড়কগুলো জাতীয় পতাকা দিয়ে সাজানো হয়। এই দিনে ঢাকার সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নেয়া স্বাধীন সার্বভৌম এদেশ আমাদের দেশ। বলতেই হয়, ২৬ মার্চ স্বাধীনতার পথে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করার এ গৌরবময় দিনটিই যেন বাংলাদেশের ইতিহাসে “মহান স্বাধীনতা দিবস” হিসেবেই সমাদৃত।

তোমার নিরন্তর মঙ্গল কামনা করে আজ এখানেই শেষ করছি। তবে সবশেষ যা না বললেই নয়, এই দেশ বঙ্গবন্ধুর, এই দেশ বাঙালির, এই দেশ আমার, তোমার, আমাদের সকলের। তাই দেশের প্রত্যেক মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। এটাই হোক এবারের স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার।

ইতি
তোমার প্রীতিমুগ্ধ
সাগর

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণকাহিনিভিত্তিক তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]
- জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কবি-লেখকদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন। [৪৩তম বিসিএস]
- বাংলা কবিতার 'পঞ্চপাণ্ডব' কারা? কেন এরূপ বলা হয়? [৪৩তম বিসিএস]
- আবহমান বাংলার ছবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় কীভাবে চিত্রিত হয়েছে লিখুন। [৪০তম বিসিএস]
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি রূপক-সাংকেতিক নাটকের নাম লিখুন। [৪১তম বিসিএস]
- পোস্টমাস্টার গল্পে রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনটি কী? [৩৭তম বিসিএস]
- রবীন্দ্রছোটগল্পভুক্ত তিনটি নারী চরিত্রের পরিচয় দিন। [৩৫তম বিসিএস]
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চারটি নাটকের নাম লিখুন। [৩৪তম বিসিএস]
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত তিনটি ছোট গল্পের নাম লিখুন। [৩৩তম বিসিএস]
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত তিনটি কাব্যনাট্যের নাম উল্লেখ করুন। [৩১তম বিসিএস]
- আবহমান বাংলার ছবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় কীভাবে চিত্রিত হয়েছে লিখুন। [৪০তম বিসিএস]
- জীবনানন্দ দাশের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন। [২০তম বিসিএস]
- জীবনানন্দ দাশের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন। [২২তম বিসিএস]
- জীবনানন্দ দাশের কবিতায় চিত্ররূপময়তার উপস্থিতি তুলে ধরুন। [৩১তম বিসিএস]
- 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্য কে রচনা করেন? তাঁর কবিমানসের পরিচয় দিন। [৩০তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

- বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ব্যাখ্যা করে এর ইতিবাচকতা প্রসঙ্গে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]
- পদ্মা সেতু বিষয়ে এক বিদেশি বন্ধুকে ব্যক্তিগত অনুভূতিসূচক একটি চিঠি লিখুন। [৪৩তম বিসিএস] [৩০তম বিসিএস]
- পেশাগত জীবনে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে বাংলা ভাষার পাশাপাশি অন্য আরেকটি ভাষাতেও সমান দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা দিয়ে ছোট বোনকে একটি পত্র লিখুন। [৪১তম বিসিএস]
- মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করে কলেজগামী ছোট ভাইকে একটি পত্র লিখুন। [৪০তম বিসিএস]
- ফেসবুক ব্যবহারের সুফল ও কুফল জানিয়ে আপনার ছোট ভাইয়ের কাছে একটি পত্র লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]
- আপনার এলাকায় নদী ভরাট করে স্থাপনা নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে একটি দরখাস্ত লিখুন। [৩৭তম বিসিএস]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়